চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে আরিয়ান ফিরে পেল তার পিতৃস্নেহ

চুয়াডাঙ্গায় মানবিক কাজের পাশাপাশি সকল ধরনের মানুষের বিপদে-আপদে কাজ করে যাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এরইমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার মানুষের মাঝে। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

১১ ই মে বেলা সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় মোছাঃ ববিতা খাতুন, ফিরে পেল তার সুখের সংসার, আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ। মোছাঃ ববিতা খাতুন (২৮), পিতা- মোঃ রমজান আলী, সাং- ভাংবাড়ীয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে অনুমান ১২ বছর পূর্বে মোঃ আশাবুল ইসলাম (৩০), পিতা-ছুরালী মন্ডল, সাং- ভাংবাড়ীয়া মন্ডল পাড়া, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ হয়। তাদের সংসার জীবনে আরিয়ান (০৬) নামের ফুটফুটে একটি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের কয়েক বছর পর হতে যৌতুকের দাবিতে মোঃ আশাবুল তার স্ত্রী ববিতা খাতুনের সাথে পারিবারিক কলহে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আশাবুল ববিতা খাতুনকে শরিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। ইতোমধ্যে ববিতা খাতুন যৌতুক দিতে ব্যার্থ হওয়ায় ০২ বছর পূর্বে আশাবুল ইতি খাতুন নামক একজনকে বিবাহ করে হাটবোয়ালিয়া, বাসাভাড়া করে থাকতে শুরু করে এবং ববিতা খাতুন ও তার সন্তানের কোন খোজ খবর নেয় না।

ববিতা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান চেয়ে যোগাযোগ করেও কোন সমাধান না পেয়ে। অবশেষে তার অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা নিকট আসেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর দায়িত্ব প্রাপ্ত এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী কে দায়িত্ব দেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ আশাবুল ইসলাম তার স্ত্রী মোছাঃ ববিতা খাতুনের সাথে পুনরায় সংসার করতে ও সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে সম্মত হয়। অবশেষে পুলিশ সুপার এর হস্তক্ষেপে মোছাঃ ববিতা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার ও আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৫ শত গ্রাম গাঁজা সহ মোঃ আসান (৪০) নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নির্দেশে পুলিশ গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই ইমরান হোসেন পুলিশের একটি টিম চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন হাতি কাটায় অভিযান চালান।

এসময় রাশিদুলের ফলের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ আসান(৪০) কে হাতেনাতে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বেশ কয়েকটি মাদকের মামলা আছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বিভিন্ন সাহিত্য

পরিষদ উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি, আলা উদ্দিন আহমেদ পাঠাগার ও কলমিলতা সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৬ টার দিকে শহরের একটি হোটেলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাঃ মনিরুজ্জামান।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও অবঃ শিক্ষক ওমর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি শাহ আলম মন্টু।

গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সমন্বয়ক ও প্রেসক্লাব সেক্রেটারি হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি|

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান জামিল, সেক্রেটারি কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শাহিনুর রহমান অপূর্ব, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক ও কবি গোলাম রহমান চৌধুরী।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য ইয়ামিন, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শামীম রেজা,শাহাবুল হক, ডাঃ আতিক বিশ্বাস, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, তানভীর সোহেল, আজহারুল ইসলাম রাতুল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় গরীব ও দুস্থ

মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে সেলাই মেশিন বিতরণ

দামুড়হুদায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গরীব ও দুস্থ মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে সভাকক্ষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর (এমপি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলার ৩৬ জন গরীব অসহায় ও দুস্থদের মাঝে এ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, জুরানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল কবির ইনু, নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন, পারকেষ্টপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হাজী আলী আজগার টগর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীরা আজ অনেক এগিয়ে।

চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় সড়কে কাঁদা-পানি, ডিম ভর্তি আলমসাধু উল্টে ক্ষয়ক্ষতি

দামুড়হুদা সড়কে রাজা ব্রিকসের সামনে কাঁদা-পানিতে ডিম ভর্তি আলমসাধু উল্টে ক্ষয়ক্ষতি পাবনা-ঈশ্বরদী থেকে ডিম বোঝায় মহেশপুরগামী আলমসাধু।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার রাজা ব্রিক্সের সামনে এসে পৌঁছালে ডিম বোঝায় আলমসাধুটি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী, ভূক্তভোগী ও পথচারী এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছেন চুয়াডাঙ্গা- যশোর মহাসড়কের দামুড়হুদা পুড়াপাড়ার রাজা ব্রিকসকে। তারা বলছে, রাজা ইটভাটার মাটি বহনকারী ট্রাক্টরে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষি জমি ধ্বংস করে মাটি বহন করে নিয়ে আসে।

দীর্ঘদিন ধরে বহনকারী ট্রাক্টরের মাটি এ মহাসড়কে উপরে পড়ে। গত সোমবার রাতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতে কর্দমাক্ত হয়ে পিছল হয়ে যায়। ফলে প্রতি বর্ষা মৌসুমে দুর্ঘটনা কবলিত হয় বিভিন্ন যানসহ মোটরসাইকেল আরোহি সাধারণ পথচারীদের, এবারো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬ টার দিকে ডিম বোঝাই ৩ টি আলমসাধু ঈশ্বরদীর জয়নগর ফামিদা ডিমের আড়ৎ তের ডিম ব্যবসায়ী আমিনুলের নিকট ডিম নিয়ে মহেশপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

এসময় ডিম বহনকারী ৩ টি আলমসাধু মধ্যে একটি আলমসাধুটি রাজা ব্রিকসের সামনে হাইওয়েতে এসে পৌঁছালে ভাটার বহনকৃত মাটির জমাট বেঁধে থাকার জন্য মেইন রাস্তার উপরে স্লিপ করে উল্টে যায়। আলমসাধুতে এক লক্ষ্য চল্লিশ হাজার টাকার ডিম ছিল।

এ দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা প্রায় ৫০ হাজার টাকার মুরগীর ডিম ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। পরে একই স্থানে পিছলিয়ে পড়ে আহত হয় এক মোটর সাইকেল আরোহী।

এ ঘটনার দায় এড়াতে কিছুক্ষণ পরেই রাজা ইটভাটার শ্রমিকদের মাধ্যমে

পাওয়াট্রিলার করে বালি নিয়ে এসে তড়িঘড়ি করে রাস্তার উপরে ফেলতে দেখা যায়।
ডিম বহনকারী আলমসাধু ড্রাইভারে বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার জয়রামপুর গ্রামে।

মোটরসাইকেল আরোহীর বাড়ি জানা সম্ভব হয়নি। তবে এ ঘটনায় তেমন কোন হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও এ দূর্ঘটনার পর উপস্থিত অনেকের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যায়।

এসময় স্থানীয়রা বলেন, দামুড়হুদা কলেজ থেকে জয়রামপুর কাঁঠাল তলা পর্যন্ত ইটের ভাঁটার মাটি পড়ে একই অবস্থার পরিনিত হয়েছে। বিষয়টি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার দরকার মোটরসাইকেল আরোহী আওয়াল, আক্তার সহ বেশ ক’একজন পথচারী বলছেন, মহামারী করোনার কারনে রাস্তায় যান চলাচনে কম ছিল তাই রক্ষে, নতুবা কতজনকে যে এমন দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হতো তার ঠিক নেই?

আর সড়কে এভাবেই চলে যেতো নাম না জান প্রতিভাবানদের তরতাজা প্রাণ। খবর পাওয়ার পর পর সকাল ৭ টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

পরবর্তীতে দুর্ঘটনার খবর জানার পর পর সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নির্দেশে ঘটনাস্থল পৌঁছান দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় তিনি আলমসাধু সহ সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শোনেন। এ সময় সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ঘটনাস্থলেই ইট ভাটা মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটোকে ডেকে পাঠালে ভাঁটা মালিক ঘটনাস্থলে আসেন। সেসময় ডিম ভেঙে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ডিমের মালিককে ৩৫ হাজার, চালককে ও হেলপার কে ৫০০ করে মোট ৩৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণের সব টাকা রাজা ব্রিকসের মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটোর নিকট থেকে নিয়ে ঘটনাস্থলেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এসময় ইট ভাটার মালিককে পরিস্কার ভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানিয়ে দেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে, রাস্তার পাশে রাখা সব ইট সরিয়ে নিবে। মাটি পরিবহনের সময় অবশ্যই পলিথিন/চটের বস্তা ব্যবহার করে মাটি আনবেন। সর্বপরি ব্রাকের অফিস থেকে ইটের ভাঁটার অপর পাশ পর্যন্ত সকল রাস্তা সকাল-বিকাল ৬ জন শ্রমিক দিয়ে পরিস্কার রাখবে

মর্মে মুচলেকা দেন ইট ভাটা মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটো।

এসময় সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, এ টি ও সেলিম রেজা, স্থানীয় সংবাদ কর্মী সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। মেহেপুর প্রতিদিনকে বলেন, সকল ইটভাটা মালিকদের উদাসীনতার কারণে আর কোন সাধারণ পথচারীরা যেন দুর্ঘটনার শিকার না হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভাটা মালিককে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তা যদি না মানেন তাহলে সে সকাল ভাটার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মিছরি কারখানা ও ঔষধ ফার্মেসীতে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পবিত্র রমজান ও বিশেষ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ে চুয়াডাঙ্গা এর সার্বিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে গতকাল মঙ্গলবার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গাতির পাড়া, হাজীপাড়া ও কাঁঠাল তলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাজার মনিটরিং ও সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এসময় মিছরি কারখানা, ফার্মেসি, তরমুজ খোলা ও অন্যান্য পণ্যের প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হয় এবং মনিটরিংকালে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য ০১টি মিছরি তৈরি কারখানা ও ০১টি ফার্মেসিকে সতর্কতামুলক ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতায় ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধায়নে খাদিজা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার

চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাত মোঃ জাহিদুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে খাদিজা খাতুন ফিরে পেলো তার সুখের সংসার। মোছাঃ খাদিজা খাতুন (২৫) এর সাথে মোঃ চাঁন মিয়ার (৩২), পিতা-মোঃ খোকন, সাং-শ্রীকোল মন্ডলপাড়া, থানা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গার ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবনে তাদের ০২টি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের পর থেকে মোছাঃ খাদিজা খাতুন এর নিকট তার স্বামী মোঃ চাঁন মিয়া যৌতুক দাবী করে আসছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। একপর্যায়ের গত ০২.০৪.২০২১খ্রিঃ তারিখ মোছাঃ খাদিজা খাতুনকে যৌতুকের দাবীতে তার স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন মারপিট করে সন্তানসহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। পিতা-মাতাহীন অসহায় খাদিজা খাতুন তার ০২টি সন্তান নিয়ে তার নানা আব্দুর রশিদ, সাং- উজিরপুর, থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। খাদিজা খাতুন কোথাও কোন সাহায্যের আশ্বাস না পেয়ে অবশেষে স্বামীর সংসার করার জন্য পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তাঁর কার্যালয়ে অবস্থিত

“উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/ মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ চাঁন মিয়া (৩২) এবং মোছাঃ খাদিজা খাতুন (২৫) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে অসহায় খাদিজা ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

চুয়াডাঙ্গা চলতি মৌসুমে বোরো ধান সংগ্রহের কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার চলতি মৌসুমে বোরো ধান ২০২১ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরা পারভিন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার সুফি মোঃ রফিকুজ্জামান এনএসআই এর উপ-পরিচালক জামিল সিদ্দিক জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আমজাদ হোসেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার, হাবিবুর রহমান, সাদাত হোসেন, শহিদুল আলম, নজরুল ইসলাম, রিফাত জাহান, ফিরোজ হোসেন, নূর পেয়ারা বেগম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার

বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে যেকোনো মূল্যে সরকারি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কে সচেষ্ট থাকতে হবে। কৃষকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এখানে ধান দিতে কেউ বিরক্ত বোধ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেক সময় খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খারাপ ব্যবহারের কারণে অনেকে ধান দিতে আসতে চায় না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার ব্যাংকে টাকা তোলা কে ঝামেলা বোধ মনে করে। কিন্তু ভালো ব্যবহার মাধ্যমে এই ধারণাকে পাল্টে ফেলতে হবে। কেউ যদি কৃষকের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সেটি আমার নখদর্পণে আসলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। তিনি আরো বলেন চাষীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রেজাউল ইসলাম জানান সরকার চলতি মৌসুমে চুয়াডাঙ্গা চার উপজেলা থেকে মোট ৪ হাজার ৭৯৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। চলতি মৌসুমে বোরো ধান ক্রয়ের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রতি কেজি ধান ২৭ টাকা। আগামী ২৮ এপ্রিল থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ধান সংগ্রহ চলবে।

তিনি আরও জানান, এবার জেলায় সরকার ৭ হাজার ৬৮২ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। মঙ্গলবার আলোচনার মাধ্যমে চাল ক্রয় কবে নাগাদ শুরু এই সিদ্ধান্ত হবে। এবার সিদ্ধ চাল ৪০ টাকা এবং আতপ চাল ৩৯ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।